سورة البروج

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২২॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ (٢) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۗ (٣) قُتِلَ
اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ (٥) اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ (٦) وَّهُمْ عَلٰى
مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۗ (٧) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ (٨) الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ۗ (٩) اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۗ (١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ەۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۗ (١١) اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۗ (١٢)
اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۚ (١٣) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۙ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۙ (١٥)
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۗ (١٦) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۙ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۗ (١٨) بَلِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۙ (١٩) وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَاۤىِٕهِمْ مُّحِيْطٌ ۚ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ
مَّجِيْدٌ ۙ (٢١) فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ࣖ (٢٢)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়, (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল, (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা

তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু একারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সব কিছু। (১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামে শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণী-সমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। (১৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি, (১৮) ফিরাউনের এবং সামূদের ? (১৯) বরং যারা কাফির, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযূল ঃ এই সূরার একটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে উল্লিখিত এই কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই যে, জনৈক বাদশাহর দরবারে একজন অতীন্দ্রিয়বাদী থাকত। (যে ব্যক্তি শয়তানদের সাহায্যে অথবা নক্ষত্রের লক্ষণাদির মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের খবরাদি বলে, তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হয়)। সে একদিন বাদশাহ্‌কে বলল ঃ আমাকে একটি চালাক-চতুর বালক দিলে আমি তাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য একটি বালককে মনোনীত করা হল। এই বালকের আসা-যাওয়ার পথে জনৈক খৃস্টান পাদ্রী বসবাস করত। সে যুগে খৃস্টধর্মই ছিল সত্যধর্ম। পাদ্রী অধিকাংশ সময়ই ইবাদতে মশগুল থাকত। বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া করত এবং সে গোপনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। একদিন বালকটি দেখল যে, একটি সিংহ পথ আটকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভয়ে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বালকটি এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দোয়া করল ঃ হে আল্লাহ্, যদি পাদ্রীর ধর্ম সত্য হয়, তবে এই সিংহ আমার প্রস্তরাঘাতে মারা যাক, আর যদি অতীন্দ্রিয়বাদী সত্য হয়, তবে না মরুক। একথা বলে সে পাথর নিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে লাগল এবং সিংহ মারা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, এই বালক এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে। জনৈক অন্ধ একথা শুনে এসে বলল ঃ আমার অন্ধত্ব মোচন করে দিন। বালক বলল ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সত্যধর্ম কবূল করলে আমি চেষ্টা করে দেখব। অন্ধ এই শর্ত মেনে নিল। সেমতে বালকটি দোয়া করতেই অন্ধ তার চক্ষু ফিরে পেল এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করল। এসব সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছলে সে পাদ্রী এবং বালক ও অন্ধকে গ্রেফতার করিয়ে দরবারে আনল। অতঃপর সে পাদ্রী ও অন্ধকে হত্যা করল এবং বালকের ব্যাপারে আদেশ দিল যে, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু যারা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তারাই নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হল এবং বালক নিরাপদে

ফিরে এল। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার আদেশ দিল। সে এবারও বেঁচে গেল এবং যারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সলিলসমাধি লাভ করল। অতঃপর বালকটি স্বয়ং বাদশাহ্কে বলল ঃ বিস্মিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করলে আমি মারা যাব। সেমতে তাই করা হল এবং বালকটি মারা গেল। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে অকস্মাৎ সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত হল ঃ আমরা সবাই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বাদশাহ্ খুবই অস্থির হল এবং সভাসদদের পরামর্শক্রমে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করিয়ে সেগুলো অগ্নিতে ভর্তি করে ঘোষণা দিল ঃ যারা নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। সেমতে বহু লোক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হল। এরপর বাদশাহ্ ও তার সভাসদদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হওয়ার বর্ণনা শপথ সহকারে এই সূরায় আছে।

শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের) এবং শপথ উপস্থিত দিনের এবং শপথ সেদিনের যাতে লোকেরা উপস্থিত হবে। (তিরমিযীর হাদীসে আছে يوم موعود কিয়ামতের দিন شهود শুক্রবার দিন এবং مشهود আরাফাতের দিন। এক দিনকে شاهد এবং এক দিনকে مشهود বলার কারণ সম্ভবত এই যে, শুক্রবার দিন সব মানুষ নিজ নিজ জায়গায় থাকে। তাই দিনটি যেন নিজেই উপস্থিত এবং আরাফাতের দিন হাজীগণ নিজ নিজ জায়গা থেকে সফর করে আরাফাতের ময়দানে এই দিনের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তাই দিন যেন উদ্দিষ্ট এবং উপস্থিতির কাল এবং লোকেরা উপস্থিত। শপথের জওয়াব এই ঃ) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নি সংযোগকারীরা যখন তারা সেই অগ্নির আশে-পাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে যে জুলুম করছিল, তা দেখে যাচ্ছিল। (বলা বাহুল্য, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার সংবাদে মু'মিনগণ আশ্বস্ত হবে। কারণ, এতে বোঝা যায় যে, বর্তমানে যেসব কাফির মুসলমানদের উপর জুলুম করেছে, তারাও অভিশপ্ত হবে। এর প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও প্রকাশ পেতে পারে। যেমন বদর যুদ্ধে জালিমরা নিহত ও লাঞ্ছিত হয়েছে কিংবা শুধু পরকালে প্রকাশ পাবে, যেমন সাধারণ কাফিরদের জন্য এটা নিশ্চিত। তারা জুলুমের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল। شاهد শব্দের মধ্যে তত্ত্বাবধান ছাড়াও তাদের নিষ্ঠুরতার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। দেখে শুনেও তাদের মনে দয়ার উপক্রম হত না। অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টির বিশেষ প্রভাব আছে)। কাফিররা মু'মিনদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করেছিল, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বের মালিক। (অর্থাৎ ঈমান আনার অপরাধে এই ব্যবহার করেছে। ঈমান আনা আসলে কোন অপরাধ নয়। সুতরাং নিরপরাধ লোকদের উপর তারা জুলুম করেছে। তাই তারা অভিশপ্ত হয়েছে। অতঃপর জালিমদের জন্য সাধারণ শাস্তিবাণী এবং মজলুমদের জন্য সাধারণ ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফ। (মজলুমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে সাহায্য করবেন এবং জালিমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে শাস্তি দিবেন ইহকালে অথবা পরকালে) যারা মুসলমান নর ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি,

তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; আর (জাহান্নামের বিশেষভাবে) তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা। (আযাবে সর্প, বিচ্ছু, বেড়ী, শিকল, ফুটন্ত পানি, পুঁজ ইত্যাদি সবরকম কষ্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি দহন যন্ত্রণা আছে। তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মজলুমসহ মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। এটা মহাসাফল্য। আপনার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। (কাজেই বোঝা যায় যে, তিনি কাফিরদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন)। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় কিয়ামতেও সৃষ্টি করবেন। (সুতরাং পাকড়াওয়ের সময় যে কিয়ামত, তা সংঘটিত না হওয়ার সন্দেহ রইল না)। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি ও মহান। (সুতরাং মু'মিনদের গোনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে প্রিয় করে নিবেন। আরশের অধিপতি হওয়া ও মহত্ত্ব থেকে আযাব দেওয়া এবং সওয়াব দেওয়া উভয়টি বোঝা যায় কিন্তু এখানে মুকাবিলার ইঙ্গিতে একথা বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, তিনি সওয়াব দিতে সক্ষম। অতঃপর আযাবদান ও সওয়াবদান উভয়টি প্রমাণ করার জন্য একটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে) তিনি যা চান, তাই করেন। (অতঃপর মু'মিনদেরকে আরও সান্ত্বনা এবং কাফিরদেরকে আরও হুঁশিয়ার করার জন্য কতক বিশেষ অভিশপ্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি অর্থাৎ ফিরাউন (ও ফিরাউন বংশধর) এবং সামূদের? (তারা কিভাবে কুফর করেছে এবং কিভাবে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে? এতে মু'মিনদের আশ্বস্ত এবং কাফিরদের ভীত হওয়া উচিত। কিন্তু কাফিররা মোটেই ভীত হয় না) বরং তারা (কোরআনের) মিথ্যারোপে রত আছে। (পরিণামে তারা এর শাস্তি ভোগ করবে। কেননা) আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (অতঃপর তার কুদরত ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। তারা যে কোরআনকে মিথ্যারোপ করে এটা এক নির্বুদ্ধিতা। কেননা, কোরআন মিথ্যারোপের যোগ্য নয়) বরং এটা মহান কোরআন—লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ। (এতে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সেখান থেকে কড়া প্রহরাধীনে পয়গম্বরের কাছে পৌঁছানো হয়; যেমন সূরা জিনে আছে— فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا —সুতরাং কোরআনকে মিথ্যারোপ করা নিঃসন্দেহে মূর্খতা ও শাস্তির কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ — بُرُوج শব্দটি بُرج-এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ —এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু بَرج-এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া।

تبرج-এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بروج--এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশ-মণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে برج—বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব برج -এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব برج--এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে ঃ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ—এক্ষণে فلك -এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ—তফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شاهد -এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مشهود -এর অর্থ আরাফাতের দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। এক. বুরূজবিশিষ্ট আকাশের, দুই. কিয়ামত দিবসের, তিন শুক্রবারের এবং চার আরাফাতের দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতি-দানের দলীল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফিরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পর-কালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গর্তওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ ঃ এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ঘটনাটির সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে যাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ্ ছিল ইয়ামেন দেশের বাদশাহ্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রসূলে করীম (সা)-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বালককে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা যাদুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আদেশ

করেছিল, তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে তামের। পাদ্রী খৃস্টধর্মের আবেদ ও যাহেদ ছিল। তখন খৃস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খাঁটি মুসলমান ছিল। বালকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হত এবং অবেশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা যাদুকরের কাছে বিলম্বে পেঁছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পেঁছাতে বিলম্ব হত এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোন কিছুর পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্বোল্লিখিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল ঃ ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হল না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল ঃ আম্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বেশী বর্ণিত আছে।

বালক নিজেই বাদশাহ্কে বলেছিল ঃ আপনি আমার তূন থেকে একটি তীর নিন এবং 'বিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশাহ্র গোটা সম্প্রদায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফির বাদশাহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই বালকের সমাধি ছিল, ঘটনাক্রমে কোন প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে খনন করানো হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহের তীর সেখানেই লেগেছিল। কোন একজন দর্শক তার হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে ربى الله (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গভর্নর খলীফা হযরত উমর (রা)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেন ঃ তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও।- (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর

ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন—এক. ইয়ামেনের অগ্নি-কুণ্ড, যার ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন. পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজরানে ছিল।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ—এখানে অত্যাচারী কাফিরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, দুই. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ অর্থাৎ তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের রূহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্ব-লিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ্ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে।—(মাযহারী)

কাফিরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কোরআন বলেছে ঃ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا—অর্থাৎ এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ বাস্তবিকই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহ্র ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।—(ইবনে কাসীর)